ইউনিট ৬: বাংলাদেশের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা
Administration and Management of Technical and Vocational Education in Bangladesh

ভূমিকা

যে কোন শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক কর্মকাণ্ড সুষ্ঠু পরিচালনা ও বাস্তবায়নে সবল প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা মূল চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে। শিক্ষার জন্য প্রাপ্ত সম্পদকে সঠিক পরিকল্পনা, সংগঠন, নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কার্যকর ব্যবহার সুনির্দিষ্ট করে লক্ষ্য অর্জন করাকেই ব্যবস্থাপনা বলে। সে কারণে ব্যবস্থাপনাকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার আর্ট/কৌশল বলা হয়ে থাকে। সমকালীন বিশ্বে শিক্ষাক্ষেত্রে বিপুল পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। বাংলাদেশের শিক্ষা কর্মকাণ্ডেও নতুন নতুন মাত্রা, কলাকৌশল বিশেষ করে শিক্ষা প্রশান ও ব্যবস্থাপনায় সংযোজিত হচ্ছে। আর এ জন্যে শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার মূল লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষা ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার পরিমাণগত ও গুণগত মান উন্নীত করা। এরূপ উন্নয়নের উদ্দেশ্যে বর্তমানে রাষ্ট্রীয়ভাবে শিক্ষার প্রশাসনিক ও একাডেমিক ব্যবস্থাপনা সমগ্র ব্যবস্থাপনার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দিক। তাই বর্তমান সরকার প্রচলিত সকল ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও সুসংহত ও সময় উপযোগীকরণের লক্ষ্যে শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনাকে উন্নয়ন ও সংস্কার সাধনে বহুবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

বর্তমানে ইউনিটে আমরা কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা অধিদপ্তরের শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ের আওতাভুক্ত বিভিন্ন দিক এবং এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দায়িত্ব, কার্যাবলি ও ক্ষমতা সম্পর্কে চারটি পাঠের মাধ্যমে আলোচনা করব। নিচে এই পাঠগুলোর শিরোনামে উপস্থাপন করা হল:

পাঠ- ৬.১:	:	কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রশাসনিক কাঠামো ও বিকাশ
পাঠ- ৬.২:	:	কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের কার্যপরিধি
পাঠ- ৬.৩:	:	কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) ও পরিচালক (প্ল্যানিং ও উন্নয়ন) এর দায়িত্ব ও কর্তব্য
পাঠ- ৬.৪:	:	কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (ভোকেশনাল শিক্ষা), পরিচালক (পিআইইউ) ও পরিচালক (পিআইডব্লিউ)-এর কর্তব্য এবং ক্ষমতা

পাঠ ৬.১: কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রশাসনিক কাঠামো ও বিকাশ ধারা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা অধিদপ্তরের ঐতিহাসিক পটভূমিসহ বিকাশ ধারা বিবৃত করতে পারবেন।
- কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে বিভিন্ন শিক্ষা কার্যক্রম উল্লেখ করতে পারবেন।
- কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রশাসনিক কাঠামোভুক্ত বিভিন্ন অঙ্গের পরিচিতি বর্ণনা করতে পারবেন।

ভূমিকা

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা অধিদপ্তরের ক্রমবিকাশ

ঐতিহাসিক বিকাশ ধারা

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তকালে বর্তমান বাংলাদেশ ভূ-খণ্ডে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুযোগ সুবিধা অত্যন্ত কম ছিল। আর যে টুকু ছিল তাও ছিল বিক্ষিপ্ত অবস্থায়। ১৯৫০ সালের দিকে দেশের দক্ষ জনশক্তি ছিল খুবই অপ্রতুল। তখন এদেশে কারিগরি শিক্ষায়– (১) আহছান উল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ; (২) ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট; (৩) টেক্সটাইল টেকনোলজি ইনস্টিটিউট; (৪) লেদার টেকনোলজি ইনস্টিটিউট এবং (৫) সিরামিক ইনস্টিটিউট এগুলোর সব কয়টিই ঢাকায় অবস্থিত ছিল।

দেশের অন্যান্য স্থানে কয়েকটি ইনডাস্ট্রিয়াল স্কুল, কারিগরি ও হস্তশিল্প প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, আমিন শীপ, নির্মাণ কাজ তত্বাবধান প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ইত্যাদি চালু ছিল। এসব প্রতিষ্ঠান থেকে খুবই নিম্নমানের কারিগর গড়ে উঠত।

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক অধিদপ্তর স্থাপন

১৯৬০ সালে দেশের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সংগঠন, প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বিভিন্ন স্তরের দক্ষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকুশলী গড়ে তোলার লক্ষ্যে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা অধিদপ্তর স্থাপিত হয়। অধিদপ্তর ১৯৬০ সালে স্থাপিত হওয়ার পর থেকে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের বিকাশ ও অগ্রগতি (সুযোগ সুবিধাসহ) সাধিত হয়। নিম্নে এরূপ সম্প্রসারণের প্রধান ক্ষেত্রগুলো উল্লেখ করা হল–

কারিগরি শিক্ষায় নতুন নতুন ডিগ্রি

স্নাতক পর্যায়

১. আহছান উল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজকে “বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি ইউনিভার্সিটি”-তে রূপান্তর।

২. ঢাকা (গাজীপুর), রাজশাহী খুলনা চট্টগ্রাম-এ চারটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন।

৩. ইনস্টিটিউট অব টেক্সাইল টেকনোলজি এবং ইনস্টিটিউট অব লেদার টেকনোলজিকে যথাক্রমে কলেজ অব টেক্সটাইল টেকনোলজি এবং কলেজ অব লেদার টেকনোলজিতে উন্নীত করে স্নাতক ডিগ্রি কোর্স চালুকরণ।

ডিপ্লোমা পর্যায়

বর্তমানে দেশে ২০টি পলিটেকনিক্যাল ও তিনটি মনোটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয়েছে। প্রতিটি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্রযুক্তির বিভিন্ন বিষয়ে তিন বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা প্রদান করা হচ্ছে। মনোটেকনিক-এর একটিতে সার্ভে, একটিতে গ্রাফিক আর্টস এবং অন্যটিতে গ্লাস ও সিরামিক্স এ ডিপ্লোমা প্রদান করা হয়।

সার্টিফিকেট পর্যায়

দেশের ৫১টি বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষ কারিগরি ও হস্তশিল্পী গড়ে তোলা হচ্ছে। বিভিন্ন ট্রেড এ দুই বছর মেয়াদী সার্টিফিকেট কোর্স এসব বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠানে প্রদান করা হচ্ছে।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ

শিক্ষক প্রশিক্ষণ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তৎজন্য কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় নিম্নোক্ত পর্যায়ে শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

শিক্ষক প্রশিক্ষণে ডিপ্লোমা ও ডিগ্রি পর্যায়

১. ঢাকা টেকনিক্যাল টিসার্চ ট্রেনিং কলেজে শিক্ষকবৃন্দের জন্য (ক) এক বছরের শিক্ষক প্রশিক্ষণে ডিপ্লোমা এবং (খ) দুই বছরের স্নাতক শিক্ষক ডিগ্রি কোর্স প্রদান করা হয়।

২. বগুড়াস্থ Vocational Teacher's Training Institute (VTTI)-এ ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে শিক্ষকবৃন্দের জন্য একবছর মেয়াদী সার্টিফিকেট কোর্স এবং পরবর্তী এক বছরে ডিপ্লোমা-ইন-ভোকেশনাল এডুকেশন প্রদান করা হয়।

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীন বিভিন্ন শিক্ষা কার্যক্রম

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় বিভিন্ন ধরনের ইনস্টিটিউটে তিন পর্যায়ের (Three Level) প্রোগ্রাম রয়েছে। যেমন:

১. কলেজ পর্যায় (কলেজ অব টেক্সাইল, টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ ইত্যাদি)।
২. পলিটেকনিক পর্যায় (পলিটেকনিক ও মনোটেকনিক ইনস্টিটিউট)।
৩. ভোকেশনাল পর্যায় (৫১টি ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট)।

এছাড়া ভোকেশনাল পর্যায়ে ১৯৯৫ সাল থেকে সাধারণ শিক্ষায় বেসরকারি স্কুলে এসএসসি (Vocational) শিক্ষাক্রম প্রবর্তন করে ৪,৬৪০ জনকে ভর্তি করা হয়েছে।

১৯৯৫-৯৬ শিক্ষা বর্ষে ১০৯ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এইচএসসি (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) কোর্স প্রবর্তন করা হয়েছে।

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রশাসনিক কাঠামো

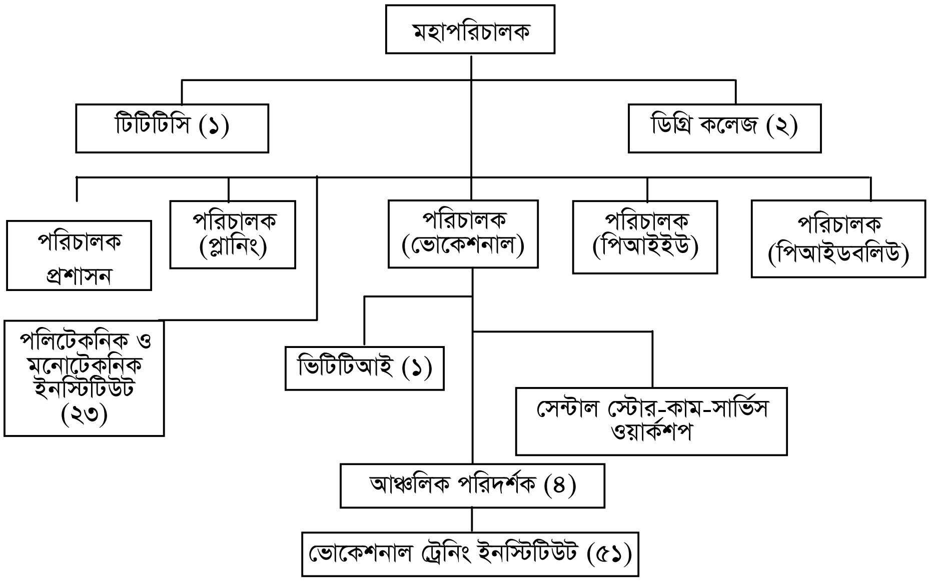

চিত্রঃ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রশাসনিক কাঠামো

দেশের প্রাথমিকোত্তর শিক্ষার ও প্রশিক্ষণের দায়িত্ব মাধ্যমিক ও মাধ্যমিকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষা স্তরের ওপর ন্যস্ত। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থাধীনে গড়ে তোলা হবে জনশক্তির একটি বিরাট অংশ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নতুন নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের ফলে বিশ্বব্যাপী উন্নয়নের কৌশল ও পদ্ধতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। উন্নয়নশীল দেশগুলো মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে, ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবহণ, উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ, দক্ষ জনশক্তি রপ্তানী ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে প্রতি মুহূর্তে প্রতিকুল প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে এ প্রতিযোগিতায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি ও শ্রমের মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমাদের অগণিত জনসম্পদকে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার দ্রুত সম্প্রসারণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রশাসনিক কাঠামোকে নতুন নতুন চাহিদার নিরীখে নিম্নরূপে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

কারিগরি শিক্ষার প্রশাসনিক কাঠামো

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শিক্ষা বিভাগের অধীন একটি অধিদপ্তর। কারিগরি শিক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠু কার্যকর ও সফলভাবে নিস্পন্নকরণের জন্য এই অধিদপ্তরের প্রধান হিসেবে রয়েছেন একজন মহাপরিচালক। কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা কার্যে সহায়তা ও দায়িত্ব পালনের জন্যে রয়েছেন পাঁচজন পরিচালক। যেমন– (১) পরিচালক (প্রশাসন); (২) পরিচালক (প্লানিং); (৩) পরিচালক (ভোকেশনাল); (৪) পরিচালক (প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট) এবং (৫) পরিচালক (প্রোগ্রামস ইন্সপেকশন উইং)।

এছাড়া মহাপরিচালকের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করার জন্য রয়েছেন– (১) টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ ও অনুষদ শিক্ষকবৃন্দ এবং (২) কলেজ অব টেক্সাইল ও কলেজ অব লেদার টেকনোলজির অধ্যক্ষদ্বয় ও অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ। কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালকবৃন্দের দায়িত্ব-কর্তব্য ও ক্ষমতা পরবর্তী পাঠগুলোতে আলোচনা করা হল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. বর্তমানে কয়টি মনোটেকনিক ইন্সটিটিউট আছে?
ক. ২০
খ. ৫৪
গ. ৩টি
ঘ. ১টি

২. পলিটেকনিক কলেজগুলোতে কত বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা প্রদান করা হয়?
ক. ৬ বছর
খ. ৫ বছর
গ. ৩ বছর
ঘ. ১ বছর

৩. ঢাকা টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজে স্নাতক শিক্ষক ডিগ্রী সনদ কোর্স কত বছর মেয়াদী?
ক. ১ বছর
খ. ২ বছর
গ. ৩ বছর
ঘ. ৪ বছর

খ. সংক্ষিপ্তমূলক প্রশ্ন

১. ১৯৫০ সালে এদেশে কারিগরি শিক্ষায় কি কি প্রতিষ্ঠান ছিল?
২. কখন এদেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা অধিদপ্তর স্থাপন করা হয়?
৩. কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীন ডিগ্রি পর্যায়ের কয়টি কলেজ আছে এবং কি কি?
৪. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় এসএসসি ও এইচএসসি পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কত?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্রমবিকাশের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দিন।
২. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা অধিদপ্তরের বর্তমান কার্যক্রমসহ প্রশাসনিক কাঠামো উল্লেখ করুন।
৩. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ধারায় শিক্ষক প্রশিক্ষণের অবস্থা বিবৃত করুন।

পাঠ ৬.২: কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের কার্য-পরিধি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের প্রশাসনিক কার্য-পরিধি বর্ণনা করতে পারবেন।
- মহাপরিচালকের প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনাগত দায়-দায়িত্বের প্রধান প্রধান দিক বিবৃত করতে পারবেন।
- মহাপরিচালকের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা কার্য পরিচালনায় কি কি ক্ষমতা বিধিবদ্ধভাবে প্রদানকৃত সেগুলোর বিবরণ দিতে পারবেন।
- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রকল্পের পরিচালক হিসেবে মহাপরিচালকের প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা কার্যাদি উল্লেখ করতে পারবেন।

ভূমিকা

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের প্রশাসনিক কার্যপরিধি

মহাপরিচালকের প্রশাসনিক কার্যপরিধি

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের কার্যপরিধি অধিদপ্তরের অফিস থেকে শুরু করে গৃহীত কারিগরি ও বৃত্তিমূলক উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা পর্যন্ত বিস্তৃত। নিম্নে মহাপরিচালকের কার্যপরিধির প্রধান ক্ষেত্রগুলো উল্লেখ করা হল:

১. কলেজ পর্যায়ের কারিগরি শিক্ষা;

২. ডিপ্লোমা স্তরের কারিগরি শিক্ষা;

৩. বৃত্তিমূলক শিক্ষা;

৪. সেকেণ্ডারী স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি), ভোকেশনাল শিক্ষা;

৫. হায়ার সেকেণ্ডারী সার্টিফিকেট (এইচএসসি) ভোকেশনাল শিক্ষা;

৬. বেসিক ট্রেড প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা;

৭. টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজের (ক) ডিপ্লোমা-ইন-টেকনিক্যাল এডুকেশন এবং (খ) বিএসসি-ইন-টেকনিক্যাল এডুকেশন;

৮. ভোকেশনাল টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের (ক) সার্টিফিকেট ও (খ) ডিপ্লোমা শিক্ষা;

৯. বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অর্থ বরাদ্দ;

১০. শিক্ষাঙ্গনে পরিবেশ রক্ষণাবেক্ষণ;

১১. শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ ও পদোন্নতির প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা

১২. অধিদপ্তরের অধীন সকল প্রতিষ্ঠানের ভৌত কাঠামো সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ;

১৩. বিভিন্ন ইনস্টিটিউট ও কলেজের যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ;

১৪. কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের বিভিন্ন বিভাগের কাজের সমন্বয় সাধন;

১৫. মহাপরিচালকের অফিসের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা;

১৬. গবেষণা ও উন্নয়ন কার্য পরিচালনা;
১৭. কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রকল্পসমূহের প্রশাসন ও ব্যবস্থানা এবং
১৮. শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগে কারিগরি শিক্ষা বিষয়ে উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন।

কারিগরি অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের দায়িত্ব-কর্তব্য

দায়িত্ব ও কর্তব্য

১. অধিদপ্তরের প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন;
২. দেশের কারিগরি শিক্ষা সংগঠন ও উন্নয়নে সরকারের পরামর্শ দাতা হিসেবে দায়িত্ব পালন;
৩. কারিগরি শিক্ষা সম্বন্ধীয় সরকারের নীতি বাস্তবায়নে নির্বাহী হিসেবে দায়িত্ব পালন;
৪. অধিদপ্তরের কার্যাদি তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়সাধন;
৫. কারিগরি অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষক ও কর্মকর্তা এবং কর্মচারীবৃন্দের চাকুরীতে নিয়োগের শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রণয়নকরণ;
৬. অধিদপ্তরের পধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন;
৭. সরকারি আদেশ নির্দেশ ও নীতি বাস্তবায়নে অধঃস্তন অফিসে নির্বাহী আদেশ জারিকরণের দায়িত্ব পালন;
৮. অধিদপ্তরের সকল প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তার অর্জিত ছুটি মঞ্জুর করা;
৯. বাৎসরিক পরিদর্শন ব্যতীত প্রতিমাসে একবার অধিদপ্তর, প্রতি তিন মাসে একবার মাঠ পর্যায়ের অফিস পরিদর্শন করা;
১০. অধিদপ্তর ও বিভাগের নিরাপত্তা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করা;
১১. অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পেনশন ও গ্রাচুয়িটি মঞ্জুর করা;
১২. সরকার কর্তৃক প্রদানকৃত দায়িত্ব পালন করা; এবং
১৩. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, বিভাগে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রতিনিধিত্ব করা এবং প্রতিনিধিত্ব করার উপযোগী অফিসার মনোনয়ন প্রদান করা।

মহাপরিচালকের বিধিবদ্ধ ক্ষমতা

বিধিবদ্ধ ক্ষমতা

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনার কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য মহাপরিচালক নিয়মিত দায়িত্ব কর্তব্য ছাড়াও কতগুলো ক্ষমতা বিধিবদ্ধভাবে প্রয়োগ করে থাকেন। যেমন, প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার যে সকল বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য মহাপরিচালকের নিকট পরিচালকবৃন্দ পেশ করেন মহাপরিচালক তাঁর বিধিবদ্ধ ক্ষমতা বলে সেগুলো মীমাংসা করে থাকেন। মহাপরিচালকের এরূপ ক্ষমতা প্রয়োগের বিষয়গুলো হলঃ

১. সকল পলিসি সম্বন্ধীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ইস্যু;
২. বড় ধরনের আর্থিক বিষয়গুলো;
৩. আইন শৃঙ্খলাজনিত বিভাগীয় ব্যবস্থা; যেমন- সাসপেনশন, চাকুরী থেকে বহিষ্কার, চাকুরি বিধি লঙ্ঘনজনিত অপরাধ সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত;
৪. চীফ ইনস্ট্রাক্টরসহ তদোর্ধ্ব পদে বদলি;
৫. কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরর অধীন সকল প্রতিষ্ঠানের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পদোন্নতি;
৬. চতুর্থ শ্রেণি ব্যতীত অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বদলি;

৭. প্রেষণ ও ফোর্স ওয়েটিং সম্বন্ধীয় সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান;
৮. বিদেশে উচ্চ শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ;
৯. সকল পরিচালক ও প্রতিষ্ঠান প্রধানদের ACR প্রদান;
১০. কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের সকর প্রকল্প তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ;
১১. অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, উপাধ্যক্ষ, চীফ ইনস্ট্রাক্টরবৃন্দের ACR প্রতিস্বাক্ষরকরণ;
১২. অধিদপ্তরের অধীন সকল প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তার PRL, GPF ও পেনশন প্রদানের চূড়ান্ত অনুমোদন দান;
১৩. বিদেশ থেকে প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর আগত সকল কর্মকর্তার পদায়ন করা;
১৪. দ্বিতীয় শ্রেণির ও তদোর্ধ্ব সকল কর্মকর্তার শিক্ষাজনিত ছুটি প্রদান;
১৫. যে সকল বিষয় পরিচালকবৃন্দ মহাপরিচালকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন সে সব বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান।

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ

উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ

- কারিগরি শিক্ষায়তনের ছাত্র/ছাত্রীদের অভ্যন্তরীণ বৃত্তি প্রদান প্রকল্পের অধীনে বুয়েট, বিআইটিসহ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রথম পর্যায়ের ৫০০ টি নির্বাচিত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১ম বর্ষে ৩০,০০০ জন ছাত্রের ভর্তির সুযোগ সৃষ্টি।
- দেশের প্রতিটি থানায় নির্বাচিত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এসএসসি (ভোকেশনাল) কোর্স প্রবর্তন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রথম পর্যায়ের ৫০০টি নির্বাচিত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১ম বর্ষে ৩০,০০০ জন ছাত্রের ভর্তির সুযোগ।
- এসএসসি ও এইচ সি (ভোকেশনাল) কোর্স প্রবর্তনের লক্ষ্যে ১৩টি নতুন ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (ভিটিআই) স্থাপন এবং বিদ্যমান ভিটিটিআইসমূহের সংস্কার ও উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে এসএসসি ভোকেশনাল কোর্সে ১ম বর্ষে ৫,৬৬০ জন এবং এইচএসসি ভোকেশনাল কোর্সে ১ম বর্ষে ৫,৬৬০ জন ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির সুযোগ সৃষ্টি।
- কলেজ অব টেক্সটাইল টেকনোলজির সংস্কার, সম্প্রসারণ ও আধুনিককরণ এবং ৪টি বিভাগ চালুকরণ প্রকল্পের অধীনে কলেজ অব টেক্সাইল টেকনোলজির সংস্কার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণের পাশাপাশি ইয়ার্ণ ম্যানুফ্যাকচার (Yarn Manufacture), ফেব্রিক্স মানুফ্যাকচার (Fabric Manufacture), ওয়েস্ট প্রসেসিং (Waste Processing), ও গার্মেন্টস টেকনোলজি (Garment Technology), বিষয়ে ৪টি বিভাগ খোলা হয়েছে এবং ১ম বর্ষে আসন সংখ্যা ৬০টির স্থলে ১৬০টি আসন সৃষ্টি।
- বাংলাদেশ কলেজ অব লেদার টেকনোলজির সংস্কার, আধুনিকায়ন ও পুনর্গঠন প্রকল্পের মাধ্যমে ১ম বর্ষে ছাত্র ভর্তির আসন সংখ্যা ৩০টির স্থলে বাড়িয়ে ৬০টি করা।
- বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত শিক্ষাক্রমের পাঠ্য বিষয়ে বাংলা পুস্তক প্রণয়ন প্রকল্পের অধীনে কারিগরি শিক্ষা সহজ করার জন্য ৬৩০টি বিষয়ে বাংলায় পুস্তক প্রণয়নের ব্যবস্থা করা।
- এসএসসি/এইচএসসি (ভোকেশনাল) ও এইচএসসি (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) কোর্সে অধ্যয়নরত ছাত্র/ছাত্রীদের অভ্যন্তরীণ উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্পের অধীনে ভোকেশনাল কোর্সে ছাত্র/ছাত্রীদের পাঠ গ্রহণের উপৎসাহিত করার লক্ষ্যে ২,১৬,০৭৩টি উপবৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা।
- বিদ্যমান ২০টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট আধুনিকীকরণ ও ১৫টি নতুন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট (শরীয়তপুর, ঠাকুরগাও, নওগাঁ, মাগুরা, শেরপুর, ব্রাহ্মবাড়িয়া, কক্সবাজার, সাতক্ষীরা, সিরাজগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর, নরসিংদী, গাজীপুর, গোপালগঞ্জ, ভোলা ও হবিগঞ্জ-এ) স্থাপন প্রকল্পের অধীন নতুন ও যুগোপযোগী টেকনোলজিসমূহ, যথা– আর্কিটেকচার এন্ড ইনটেরিয়র ডিজাইন, কম্পিউটার, ইলেকট্রানিক্স,

টেলিকমিউনিকেশন, মাইনিং এন্ড মাইন সার্ভে ইন্সট্রুমেন্টেশন এন্ড প্রসেস কন্ট্রোল, ইলেকট্রোমেডিক্যাল, মেকাট্রনিক্স, এনভায়রনেমেন্টাল টেকনোলজি, কনস্ট্রাকশন ইত্যাদি টেকনোলজি প্রবর্তনপূর্বক ডিপ্লোমা প্রদানের ব্যবস্থাসহ ১ম বর্ষে আরো ৩,৪৮০টি আসন সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা।

- বিভাগীয় সদরে ৫টি নতুন মহিলা পলিটেকনিকট ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্পের মাধ্যমে কারিগরি শিক্ষায় মহিলাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডিপ্লোমা কোর্সে ৪৮০টি আসন বৃদ্ধি করা।
- বাংলাদেশ সার্ভে ইনস্টিটিউটের সংস্কার, পুনর্গঠন ও আধুনিকায়ন প্রকল্পের অধীনে ইনস্টিটিউটের সংস্কারসহ সার্ভে ডিপ্লোমাতে ১ম বর্ষে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করে ৪০ জন করা।
- বাংলাদেশ গ্লাস এন্ড সিরামিক ইনস্টিটিউটের সংস্কার ও আধুনিকায়ন প্রকল্পের অধীনে ডিপ্লোমা (গ্লাস) কোর্স প্রবর্তন করে ১ম বর্ষে আরও ৪০ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির ব্যবস্থা করা।
- একটি নতুন ভোকেশনাল শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (ভিটিটিআই) স্থাপন এবং বিদ্যমান ভিটিটিআই এর সংস্কার, নবায়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্পের অধীনে ভোকেশনাল শিক্ষক প্রশিক্ষণের আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করে প্রতি বছর ২১০ জন করা হবে।
- খুলনা বিভাগে ১টি নতুন টেক্সাইল কলেজ স্থাপন প্রকল্পের অধীনে বাংলাদেশের বস্ত্র শিল্পের চাহিদার প্রেক্ষিতে ডিগ্রি পর্যায়ের ১টি টেক্সাইল কলেজ স্থাপন করা হবে এবং ১ম বর্ষে আসন হবে ৬০ জন।
- বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচ্চ মাধ্যমিক (এইচএসসি) ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা কোর্স প্রবর্তন প্রকল্পের অধীনে ২০০টি কলেজে মোট ৮,০০০ টি আসনে সেক্রেটারিয়েল সায়েন্স, কম্পিউটার অপারেশন, ব্যাংকিং, একাউন্টিং ও এন্টারপ্রেন্টিওরশীপ বিষয়ে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(তথ্য উৎস:)

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.২

ক. সংক্ষিপ্তমূলক প্রশ্ন

১. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা কার্যক্রম কী কী?

২. বিএসসি টেকনিক্যাল এডুকেশন কোন কোন প্রতিষ্ঠানে চালু রয়েছে তা বিবৃত করুন।

৩. কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রদানকৃত বৃত্তি ব্যবস্থা ও সংখ্যা উল্লেখ করুন।

৪. কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর নতুন কয়টি পলিটেকনিক কোথায় কোথায় স্থাপন করবে?

খ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. মহাপরিচালকের কার্য-পরিধি আলোচনা করুন।

২. কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের দায়িত্ব-কর্তব্য ও ক্ষমতা বিবৃত করুন।

৩. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রসারের জন্য বর্তমানে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা আলোচনা করুন।

পাঠ ৬.৩: কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) ও পরিচালক (প্ল্যানিং ও উন্নয়ন) এর দায়িত্ব-কর্তব্য এবং ক্ষমতা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- পরিচালক প্রশাসনের দায়িত্ব কর্তব্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- পরিচালক প্রশাসনের বিধিবদ্ধ ক্ষমতা উল্লেখ করতে পারবেন।
- পরিচালক প্ল্যানিং এর দায়িত্ব কর্তব্যের বিবরণ দিতে পারবেন।
- পরিচালক প্ল্যানিং এর বিধিবদ্ধ ক্ষমতা বিবৃত করতে পারবেন।

ভূমিকা

পরিচালক প্রশাসন

দায়িত্ব-কর্তব্য

১. অধিদপ্তরের প্রশাসন বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন;
২. অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের কাজ প্রশাসন বিভাগের প্রধান হিসেবে তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন করা;
৩. প্রশাসন বিভাগের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক দাখিলকৃত বিভিন্ন কেইস পরীক্ষা নিরীক্ষা করা;
৪. অধিদপ্তরের সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীর প্রশিক্ষণের আয়োজন করা;
৫. মহাপরিচালককে অধিদপ্তরের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করা;
৬. দেশের কারিগরি শিক্ষা সম্বন্ধীয় সরকারি নীতি বাস্তবায়নে মহাপরিচালককে সহায়তা দান করা;
৭. প্রশাসনিক কর্মকর্তার সহায়তায় রাজস্ব সংগ্রহ, বাজেট প্রণয়ন ও বিতরণের ব্যবস্থা করা।
৮. অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারী সম্বন্ধীয় নীতি নির্ধারণ বিষয়ে মহাপরিচালককে পরামর্শ প্রদান করা;
৯. নন-গেজেটেড শিক্ষক কর্মচারীর ছুটি মঞ্জুর করা;
১০. মহাপরিচালকের প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করা;
১১. সহকারী পরিচালক (কলেজ ও মনোটেকনিক), সহকারী পরিচালক (পলিটেকনিক) সহকারী পরিচালক (শিক্ষাক্রম, প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন), হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা ও প্রশাসনিক কর্মকর্তার কার্যাদি তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করা; এবং
১২. মহাপরিচালক কর্তৃক যখন যে দায়িত্ব প্রদান করা হয় তা পালন করা।

পরিচালক প্ল্যানিং ও উন্নয়নের দায়িত্ব-কর্তৃব্য

দায়িত্ব-কর্তব্য

১. প্ল্যানিং ও উন্নয়ন বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন;
২. প্ল্যানিং ও উন্নয়ন বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দের কার্যাদি তত্ত্বাবধান;
৩. প্রকল্প চিহ্নিতকরণ ও প্রকল্পের PCP (Project Concept Paper) ও মুল প্রকল্প দলিল প্রস্তুত করণ;
৪. অধিদপ্তরের অধীনে গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা ও স্কীম তত্ত্বাবধান;

৫. সহকারী পরিচালক (যন্ত্রপাতি) এবং প্রজেক্ট অফিসারের দায়িত্ব-কর্তব্য তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করা;
৬. কারিগরি শিক্ষার বিকাশ ও প্রসারে বৈদেশিক ও বহি:সম্পদ প্রাপ্তি অনুসন্ধান এবং প্রাপ্ত সুযোগ ও সুবিধার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা;
৭. উন্নয়ন কার্যক্রম (Scheme) পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা;
৮. গৃহীত প্রকল্পের সাময়িক অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রণয়ন; এবং
৯. মহাপরিচালক কর্তৃক প্রদানকৃত অপরাপর কার্যাদি সম্পাদন করা।

পরিচালক প্ল্যানিং ও উন্নয়নের দায়িত্ব ও বিধিবদ্ধ ক্ষমতা

বিধিবদ্ধ ক্ষমতা

১. সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পরিচালক তার অধীনস্থ কলেজ/প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ও প্রথম শ্রেণির অফিসারবৃন্দের নৈমিত্তিক ছুটি মঞ্জুর;
২. প্রতিষ্ঠান প্রদান ব্যতীত সকল কর্মকর্তার ছুটির মঞ্জুরী প্রদান;
৩. প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তার জিপিএফ ঋণের বরাদ্দ করা;
৪. প্রথম শ্রেণিসহ চীফ ইনস্ট্রাক্টর পর্যন্ত সকল শিক্ষকের বদলি;
৫. অন্যান্য অফিসের প্রশাসনিক ও অর্থ বরাদ্দের অনুমোদন প্রদান;
৬. শিক্ষকবৃন্দের বেনিফিট কেইস মীমাংসা করা;
৭. দেশের অভ্যন্তরে সকল প্রথম শ্রেণির অফিসারের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে আবেদনপত্র অগ্রায়ন করা;
৮. আন্তঃবিভাগীয় শিক্ষক/কর্মকর্তার বদলির আদেশ প্রদান করা;
৯. দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিয়োগ দান;
১০. সংশ্লিষ্ট বিভাগের সহকারী পরিচালক/ইকুইপমেন্ট অফিসারে ACR (Annual Confidential Report) এবং CR (Confidential Report) প্রদানের ব্যবস্থা;
১১. সংশ্লিষ্ট বিভাগের অন্যান্য অফিসার ও স্টাফদের ACR প্রতিস্বাক্ষর করা;
১২. অফিস প্রধান ও অন্যান্য অফিসারবৃন্দের ভ্রমণ কার্যাদি অনুমোদন এবং ভ্রমণ বিল প্রতিস্বাক্ষর করা;
১৩. চীফ ইনস্ট্রাক্টর ও তার সমমানের অফিসারবৃন্দের ACR সংরক্ষণ করা;
১৪. তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীর অবসর উত্তর ছুটি বা PRL (Post Retirement Leave) এবং সাধারণ ভবিষত তহবিল বা GPF (General Provident Fund)-এর চূড়ান্ত বিল প্রদান করা; এবং
১৫. নতুন প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৩

ক. রচনামূলক প্রশ্ন

১. পরিচালক প্রশাসনের দায়িত্ব-কর্তব্য বিবৃত করুন।
২. পরিচালক প্ল্যানিং ও উন্নয়নের দায়িত্ব-কর্তব্য কী কী?
৩. পরিচালকদ্বয়ের ক্ষমতা উল্লেখ করুন।

পাঠ ৬.৪: কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (ভোকেশনাল শিক্ষা) পরিচালক (পিআইইউ) ও পরিচালক (পিআইডব্লিউ)-এর কর্তব্য ও ক্ষমতা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- পরিচালক ভোকেশনাল শিক্ষার দায়িত্ব-কর্তব্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- পরিচালক ভোকেশনাল শিক্ষার ক্ষমতা বিবৃত করতে পারবেন।
- পরিচালক পিআইইউ-এর কর্তব্য ও ক্ষমতা উল্লেখ করতে পারবেন।
- পরিচালক পিআইডব্লিউ-এর কর্তব্য ও ক্ষমতা বর্ণনা করতে পারবেন।

ভূমিকা

পরিচালক ভোকেশনাল শিক্ষার দায়িত্ব ও কর্তব্য

দায়িত্ব ও কর্তব্য

১. কারিগরি অধিদপ্তরের বৃত্তিমূলক বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন;
২. বৃত্তিমূলক বিভাগের সহকারী পরিচালক, প্রকল্প অফিসার, ইকুইপমেন্ট অফিসার, মার্কেটিং অফিসারের কার্যাদি তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন করা;
৩. বৃত্তিমূলক বিভাগের সহকারী পরিচালক ও অন্যান্য অফিসার কর্তৃক দাখিলকৃত কেইসগুলো নিরীক্ষা করে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
৪. শিক্ষক ও অন্যান্য স্টাফদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
৫. মহাপরিচালককে অধিদপ্তরের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করা;
৬. কারিগরি শিক্ষা বিষয়ক সরকারি নীতি বাস্তবায়নে মহাপরিচালককে সহায়তা করা;
৭. বাজেট অনুমোদন এবং বিতরণ বিভাগের ও বিভিন্ন ইনস্টিউটিটের অফিসারের কার্যাদি তদারক ও সমন্বয়সাধন করা;
৮. ভোকেশনাল টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ও ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের কার্যাদি মূল্যায়ন ও গুণগত মান উন্নতির ব্যবস্থা করা।
৯. বিভাগের উন্নয়নের জন্য প্রস্তাব তৈরি করা;
১০. বিভাগের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সার্বিক উন্নয়নের বিচার্য বিষয় সম্পর্কে মহাপরিচালককে পরামর্শদান এবং
১১. মহাপরিচালক কর্তৃক প্রদানকৃত অপরাপর দায়িত্ব পালন করা।

পরিচালক ভোকেশনাল শিক্ষার ক্ষমতা

১. সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পরিচালক, তাঁর অধীনস্থ কলেজ/প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ও প্রথম শ্রেণির অফিসারবৃন্ধের নৈমিত্তিক ছুটি মঞ্জুর;
২. প্রতিষ্ঠান প্রধান ব্যতীত সকল কর্মকর্তার ছুটি মঞ্জুরী প্রদান;
৩. প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তার জিপিএফ ঋণের বরাদ্দ করা;

৪. প্রথম শ্রেণিসহ চীফ ইনস্ট্রাক্টর পর্যন্ত সকল শিক্ষকের বদলি;
৫. অন্যান্য অফিসের প্রধান প্রশাসনিক ও অর্থ বরাদ্দ অনুমোদন প্রদান;
৬. শিক্ষকবৃন্দের বেনিফিট কেইস নিস্পত্তি করা;
৭. দেশের অভ্যন্তরে সকল প্রথম শ্রেণির অফিসারের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে আবেদনপত্র অগ্রায়ন করা;
৮. আন্তঃবিভাগীয় শিক্ষক/কর্মকর্তার বদলির আদেশ প্রদান করা;
৯. দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিয়োগ দান করা;
১০. সংশ্লিষ্ট বিভাগের সহকারী পরিচালক/ইকুইপমেন্ট অফিসারে ACR এবং CR প্রদানের ব্যবস্থা;
১১. সংশ্লিষ্ট বিভাগের অন্যান্য অফিসার ও স্টাফদের ACR প্রতিস্বাক্ষর করা;
১২. অফিস প্রধান ও অন্যান্য অফিসারবৃন্দের ভ্রমণ কার্যাদি অনুমোদন এবং ভ্রমণ বিল প্রতিস্বাক্ষর করা;
১৩. চীফ ইনস্ট্রাক্টর ও তার সমমানের অফিসারবৃন্দের ACR সংরক্ষণ করা;
১৪. তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীর PRL এবং GPF-এর চূড়ান্ত বিল প্রদান করা এবং
১৫. নতুন প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন।

পরিচালক প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন ইউনিট (পিআইইউ)-এর কার্যাবলি ও ক্ষমতা

দায়িত্ব কর্তব্য ও ক্ষমতা

১. কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাভুক্ত সকল প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রমের দায়িত্ব পালন;
২. প্রকল্পসমূহের টাইম সিডিউল ভিত্তিক অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে তা অবহিত করা;
৩. সকল প্রকল্পের Trial-run স্তর থেকে শুরু করে কার্যাদির Consolidate করা;
৪. প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নে সকল প্রকল্পের কার্যাদি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা এবং প্রয়োজনীয় যোগান নিশ্চিত করা;
৫. প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং সংশ্লিষ্ট সকলের প্রেরণ;
৬. প্রকল্পের উন্নয়ন পর্যায় থেকে রেভিনিউ তে স্থানান্তরের যাবতীয় কার্যাদি প্রক্রিয়াকরণ এবং
৭. প্রকল্প গ্রহণ পর্যায় থেকে শুরু করে সমাপ্ত পর্যায় পর্যন্ত সকল স্তরের কার্যাদিতে নিযুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীর সকল ধরনের কার্যাদির জবাবদিহিতার জন্য সকল ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা তিনি ডিজি-র অনুমোদনক্রমে প্রয়োগ করতে পারেন।

পরিচালক প্রোগ্রাম ইন্সপেকশান উইং (Programme Inspection wing: PIW)-এর কার্যাবলি ও ক্ষমতা

১. কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাভুক্ত বিভিন্ন শিক্ষা কার্যক্রম যেমন– (১) বিএসসিইন ট্রেক্সাইল টেকনোলজি, বিএসসিইন লেদার টেকনোলজি, ব্যাচেলর অব টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং, ডিপ্লোমা অব টেকনিক্যাল এডুকেশন ও (৩) সার্টিফিকেট ইন টেকনিক্যাল এবং ভোকেশনাল এডুকেশন-এর যাবতীয় তদারক করা;
২. কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের সকল প্রোগ্রামের অগ্রগতির ধারবাহিকতা ঠিক রাখার প্রয়োজনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান করা;
৩. প্রোগ্রাম সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা;
৪. ধারাবাহিক পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণকরণ, প্রতিবেদন/সুপারিশ বিস্তরণ করা ও সকল প্রোগ্রামের মধ্যে কিভাবে সমন্বয় সাধন করা যায় এবং তা করলে কী কী সুবিধা হবে তা উল্লেখ করা এবং
৫. প্রোগ্রামের ত্রুটি-বিচ্যুতি কিংবা অগ্রগতি সম্পর্কিত ব্যবস্থা গ্রহণের বিধিবদ্ধ ক্ষমতা প্রয়োগ করা যাতে প্রোগ্রাম বিনা বাধায় লক্ষ্য অর্জনে সমর্থ হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৪

ক. সংক্ষিপ্তমূলক প্রশ্ন

১. পরিচালক ভোকেশনাল এর প্রধান পাঁচটি দায়িত্ব-কর্তব্য লিখুন
২. বৃত্তিমূলক শিক্ষা উন্নয়নে বগুড়াস্থ VTTI-এর ভূমিকা বিবৃত করুন
৩. পরিচালক ভোকেশানাল এর প্রধান প্রধান ক্ষমতা কী?
৪. পরিচালক পিআইইউ এবং পিআইডব্লিউ এর কার্যাদির তুলনামূলক বিবরণ দিন।

খ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. পরিচালক ভোকেশনালের কার্যাবলি ও ক্ষমতা আলোচনা করুন।
২. পরিচালক পিআইইউ ও পরিচালক পিআইডব্লিউ এর কার্যাদির মধ্যে পার্থক্য কী কী?
৩. পরিচালক প্রশাসন ও পরিচালক পিআইডব্লিউ এর কার্যাদির মধ্যে কী কী সাদৃশ্য রয়েছে তা উল্লেখ করুন।
৪. পরিচালক পিআইইউ এবং পিআইডব্লিউ এর ক্ষমতা কী কী?